শিক্ষানীতির পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।

4.3. প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (Programme of Action)

1986 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতির মূল্যায়নের জন্য দুটি কমিটি গঠিত হয়—

1. রামমূর্তি কমিটি (1990) এবং
2. জনার্দন কমিটি (1992)

এই দুটি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতিতে (NPE-1986) কিছু পরিবর্তন করা হয়। সেটিই জাতীয় শিক্ষানীতি (1992) বা Programme of Action-1992 নামে অভিহিত। এই সংশোধিত শিক্ষানীতির শিরোনাম হল—National Policy on Education, Revised Policy Formulation-1992।

4.3.1. অ্যাকশন প্ল্যান (Action Plan)

Challenge of Education প্রকাশিত হওয়ার পর সারাদেশে নিরন্তর আলোচিত হয়েছে। শিক্ষানীতি পাকাপাকিভাবে ঘোষণার পরও আলোচিত হয়েছে। আজও বিতর্ক শেষ হয়নি, সংশয় দূর হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই অ্যাকশন প্ল্যান রচনা করে ওই নীতি প্রয়োগের কাজ শুরু হয়েছে। তবে প্রয়োগের উদ্যোগ কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ আছে। যেমন—

1. **অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (Operation Blackboard):** শিক্ষার দ্রুত এবং সর্বাত্মক সাফল্যের চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষানীতিতে (1986) প্রাথমিক শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটাতে 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' কর্মসূচি রচিত হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে থাকবে প্রশস্ত দুটি কামরার পাকা বাড়ি, দুজন শিক্ষক—তার মধ্যে একজন মহিলা, ক্রমে অবশ্য প্রতি শ্রেণিতে একজন শিক্ষক থাকবেন। এ ছাড়া ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ডাস্টার, ম্যাপ, চার্ট, শিশুদের খেলার উপযোগী সামগ্রী, খেলার মাঠ, ক্যাসেট, টেপরেকর্ডার প্রভৃতি সরঞ্জাম থাকবে। "This Operation Blackboard is not just a structure that is around the child, it is

Scanned with CamScanner

something that we have to build into the mind of the child, so that the child in later stages of his life carries into the rest of the society."

এই কাজে প্রতি বিদ্যালয়ের জন্য প্রারম্ভিক ব্যয় হবে এক লক্ষ টাকা। ক্রমশ অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ডের জন্য ব্যয়ভার রাজ্য সরকারগুলিকে বহন করতে হবে। ব্যয় ক্রমশ বাড়াতে হবে।

2. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সারাদেশে 48টি অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়।
3. সীমিত সংখ্যক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে এবং তিনজন করে শিক্ষককে কম্পিউটার সাক্ষর করে তোলার জন্য বলা হয়েছে।
4. প্রথামুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও বর্তমান কেন্দ্রগুলির উন্নতি ঘটাতে হবে।
5. দূরশিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষা চ্যানেলের মাধ্যমে দূরদর্শনে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদান প্রক্রিয়া আরম্ভ করার কথা বলা হয়।
6. বেশ কয়েকটি নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু জমি নিয়ে, ব্যয়ভার নিয়ে, ভাষামাধ্যম নিয়ে টানাপোড়েন আছে বলে নবোদয় পথপ্রদর্শক স্কুল হয়ে উঠতে পারেনি।
7. উৎকর্ষ কলেজ প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এইসব প্রচেষ্টাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেনি। এ ছাড়া অনেক প্রচেষ্টার মধ্যে শিথিলতা থাকার জন্য শুরুতেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবু এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় জাতীয় শিক্ষানীতি (1986) ও তার বাস্তবায়নের পরবর্তী পদক্ষেপগুলিতে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও বর্তমানকালের শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব অপরিসীম।

4.3.2. সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতি—1992 (Revised National Education Policy—1992)

1986 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হওয়ার ঠিক চার বছর পর শ্রীবিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে জনতা সরকার গঠিত হয়। ওই নবগঠিত সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি পুনর্বিবেচনার জন্য 1990 খ্রিস্টাব্দের 7 মে একটি কমিটি গঠন করে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আচার্য রামমূর্তি ছিলেন ওই কমিটির সভাপতি। সভাপতির নাম অনুসারে ওই কমিটির নাম হয় রামমূর্তি কমিটি। 17 জন সদস্য নিয়ে ওই কমিটি গঠিত হয়।

(ক) কমিটির বিচার্য বিষয়: কমিটির দায়িত্ব ছিল—

1. জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 এবং তার রূপায়ণ সংক্রান্ত ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা করা।
2. জাতীয় শিক্ষানীতি 1986-র প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের জন্য সুপারিশ করা।

Scanned with CamScanner

3. নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশোধিত শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের কর্মসূচি সুপারিশ করা।

(খ) **কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি:** কেন্দ্রীয় সরকার রামমূর্তি রিভিউ কমিটিকে যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে বলেছেন, সেগুলি হল—

1. সামাজিক সাম্য, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবে।
2. সমস্ত স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ।
3. অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন।
4. উন্নত মানব সমাজের জন্য অপরিহার্য মূল্যবোধের বিকাশসাধনের শিক্ষা।
5. সমাজজীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে সংযুক্ত করা এবং কর্মের বন্দোবস্ত করা।

(গ) **কমিটির সুপারিশ:** কমিটি মনে করেন যে জাতীয় জীবনে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার না করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষানীতি (1986) সংশোধন করে 1990 খ্রিস্টাব্দের 26 ডিসেম্বর মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে পেশ করেন। সংশোধিত খসড়াটির শিরোনাম ছিল— "Towards an Enlightened and Human Society"। 1991 খ্রিস্টাব্দের 9 জানুয়ারি ওই রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়।

সংশোধিত খসড়াটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল—

1. **কমন স্কুল ব্যবস্থার প্রবর্তন (Common School System):** জাতীয় বিদ্যালয় প্রথা বা Common School System-এর প্রবর্তন একান্ত জরুরি। এই জন্য সরকারি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির মানোন্নয়ন ঘটিয়ে সেগুলিকে Neighbourhood School-এ রূপান্তরিত করতে হবে। বেসরকারি স্কুলগুলিতে একইভাবে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করতে হবে।
2. **বৈষম্য দূরীকরণ (Elimination of differences):** শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান করতে হবে। এরজন্য গ্রামাঞ্চলে এবং তপশিলি জাতি, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সম্পদ, উপযুক্ত শিক্ষক ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধার অভাবে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যে ব্যাপক বৈষম্য আছে, তা দূর করতে হবে। এইসঙ্গে মহিলা ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ অন্যান্য শ্রেণির মানুষদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট আর্থিক সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
3. **নারীশিক্ষা (Women's Education):** শিক্ষার সমস্ত স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একদিকে যেমন সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে, অন্যদিকে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের পথে যে বাধা রয়েছে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। সুযোগ গ্রহণের ব্যাপারে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টিকেও সুনিশ্চিত করতে হবে।

Scanned with CamScanner

4. **মূল্যবোধের শিক্ষা (Value Education):** সংশোধিত খসড়ায় মূল্যবোধ শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষার সর্বস্তরে মূল্যবোধ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। মূল্যবোধের শিক্ষা 'হাত', 'মস্তিষ্ক' এবং 'হৃদয়ের' (Hand, Head and Heart) মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করবে, যাতে বিদ্যার্থীরা পরিবার ও সমাজ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন না করে।

   শিক্ষার আর একটি কাজ হবে কর্মসংস্কৃতি সৃষ্টি করা যাতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে কর্মী ও সামাজিক উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

5. **শিশু কল্যাণ ও শিক্ষা (Childhood Care and Education):** সংশোধিত খসড়ায় (1990) সংবিধানে অঙ্গীকার অনুযায়ী 14 বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

6. **শিক্ষার অধিকার (Right to Education):** সংবিধান সংশোধন করে শিক্ষাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করতে হবে।

7. **অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (Operation Blackboard):** এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারগুলি একদিকে DIET এবং অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট স্কুল ও গ্রাম শিক্ষা কমিটির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

8. **নবোদয় বিদ্যালয় (Navodaya Vidyalaya):** এই সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ—

   (ক) নতুন কোনো নবোদয় প্রতিষ্ঠা করা হবে না।

   (খ) বর্তমান যে 261টি নবোদয় বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলি পুনর্গঠিত করা হবে এবং কার্যকারিতা বাড়ানো হবে।

   (গ) নবোদয় বিদ্যালয়গুলির পরিচালনভার রাজ্য সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

   (ঘ) নবোদয় বিদ্যালয়গুলি যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল তা পূরণ হয়েছে কিনা দেখতে হবে।

   (ঙ) প্রকল্পটিকে নবোদয় বিদ্যালয় কর্মসূচিতে রূপায়িত করলে তা অনেক ব্যাপক মাত্রা পাবে এবং প্রতিভার বিকাশ ও Pace setting-এর কাজ আরও ভালোভাবে সম্পন্ন হবে।

9. **শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণ (Vocationalization of Education):** রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণের লক্ষ্যে বিশদ কর্মপরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করবে। কর্মঅভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকাঠামোর পরিবর্তনসাধন করা হয়।

Scanned with CamScanner

10. **শিক্ষার জন্য সম্পদ কাঠামোর পরিবর্তন (Change of Resource Structure for Education)**

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে শিক্ষাখাতে মূল বাজেটের 6 শতাংশ বিনিয়োগ করতে হবে।

(খ) সমস্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা স্ব-সংস্থানমূলক (Self-financing) হবে। যারা কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ কাজে লাগায় তাদের কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

(গ) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র বেতন ও পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) জাতীয় ব্যাংকগুলি দরিদ্র মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে।

(ঙ) অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণির বিদ্যার্থীদের জন্য সরকারি বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

রামমূর্তি কমিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ (Other Important Recommendations of Ramamurti Committee)

গ্রামীণ ক্ষেত্রে কৃষিকাজের সঙ্গে সংগতি রেখে স্কুলের কার্যক্রম নির্মাণ করতে হবে। স্থানীয় কৃষিকাজের সময়, প্রয়োজন ও স্থানীয় বাজার/হাট বসার দিন খেয়াল রেখেই স্কুল বসালে, প্রায় সকল ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি নিশ্চিত করা যাবে।

বাড়াতে হবে শেখার সময়, স্কুলের সামগ্রিক সময় দীর্ঘায়িত না করে, প্রকৃত শিখন সময় ও সুযোগ বাড়াতে হবে। শিক্ষাদানের পদ্ধতি হবে বিজ্ঞানসম্মত।

আত্মসক্রিয়তা, খেলাচ্ছলে পাঠদান, সৃজনাত্মক লেখায় উৎসাহ দেওয়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা—এই সমস্ত পন্থায় শিক্ষাপ্রণালীকে পরিচালনা করতে হবে।

সৃজনমূলক আত্মপ্রকাশের (Creative Self-expression) জন্য নৃত্য-গীত, ছবি আঁকা, গল্প বলা, লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহকে সৃজনাত্মকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

প্রাক্-শৈশব অবস্থার যত্ন ও শিক্ষা
(Early Childhood Care and Education or ECCE)

শিশু ও শিশুশিক্ষার বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্বদান করে জাতীয় শিক্ষানীতি (1986) প্রাক্-শৈশব অবস্থা থেকেই শিশুর প্রতি যত্ন নেওয়ার কথা বলে। ECCE-র মাধ্যমে

Scanned with CamScanner

0-6 বছর বয়সি শিশুদের দায়িত্ব নিয়ে তাদের মধ্যে শিক্ষার সূচনা ঘটাতে হবে। খেলাধুলা নির্ভর ও কর্মমূলক পদ্ধতি এক্ষেত্রে কাজে আসবে। গ্রামাঞ্চলে অঙ্গানওয়াড়ি কর্মীদের বিদ্যালয়ের কর্মী হিসেবেই দেখতে হবে এবং তাদের সহায়তা নিয়েই এই প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রয়াস জারি রাখতে হবে।

সম্ভব হলে প্রয়োজনমতো দিনে দু-বার ক্লাস বসানো যেতে পারে। একবার সকালে লেখার কাজ, আর একবার বিকালে বা সন্ধ্যায় মৌখিক কাজ। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম চালাতে হবে।

কর্মরত শিশুদের, বিশেষত মেয়েদের সুবিধামতো দিনের কোন্ সময় বা বছরের কোন্ সময়, তারা স্কুলে আসতে পারবে—তা বিবেচনা করে সেইমতো সুযোগ করে দিতে হবে।

'Ungraded Class Room' ব্যবস্থা রেখে সমস্ত স্তরের যে-কোনো ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনমতো নিজেদের গতিতে পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে হবে।

প্যারা শিক্ষক নিয়োগ (Appointment of Para Teachers)

বিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্যে অপ্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার গুণাগুণ অনুপ্রবিষ্ট করানোর জন্য শিক্ষকদের নিযুক্তি বা কোথায় তাঁদের কাজে লাগানো হবে (Placement) এবং তাঁদের প্রশিক্ষণদানের ব্যাপারে জ্ঞান কমিশনে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তা হল নিয়মিত শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাড়াও প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে প্যারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিশেষত মর্নিং স্কুল ও ইভিনিং স্কুলের জন্য এবং যেসব এলাকা বিদ্যালয় পরিসেবা থেকে বঞ্চিত সেইসব অঞ্চলের জন্য এই নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে।

এইসব প্যারা শিক্ষকদের সাময়িকভাবে বা দুই-তিন বছরের মেয়াদে নিয়োগ করা হবে। তাঁদের সম্মানজনক বেতন বা সাম্মানিক দেওয়া হবে। তাদের বেতন বা সাম্মানিক একজন স্কুল শিক্ষকের এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না। অথবা স্থানীয় ন্যূনতম মজুরির কম হবে না। কোনো স্কুল শিক্ষকের বেতনের অর্ধেক হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

প্যারা শিক্ষকদের নিয়োগ এবং তাঁদের দায়দায়িত্ব
(Appointment of Para Teachers and their Responsibilities)

যতদূর সম্ভব স্থানীয় মানুষজনদের মধ্যে থেকেই ওই শিক্ষাকর্মী বা প্যারা টিচার নিযুক্ত হবেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী ও উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকলেও তাকে নিয়োগ করা হবে। অবশ্যই তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। মুক্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থার সাহায্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁকে এই শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়িয়ে নিতে হবে।

নিয়মিত শিক্ষক এবং প্যারা শিক্ষকদের মধ্যে দায়দায়িত্ব বণ্টনের প্রশ্নে একে অপরকে প্রতিস্থাপন করতে পারবেন।

Scanned with CamScanner